দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

০৪
Report

রাজধানীর ভর্তিযুদ্ধ

মাহমুদুল বাসার

শিক্ষায় জবরদস্তির বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর মণীষী মোতাহের হোসেন চৌধুরী ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' কথাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা তাতে আছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশের কোমলমতি শিশু-কিশোররা স্কুলে ভর্তি হতে যেয়ে অসুস্থ আতঙ্কজনক প্রতিযোগিতার শিকার হচ্ছে।

পত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি, এবারও বরাবরের মতো তথাকথিত 'ভালো' স্কুল নামে খ্যাত ৩টিকয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অভিভাবকরা। প্রতিযোগিতাটা প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতেই প্রবল। দুটোই আরম্ভের স্তর। একটি শিশু তার শিক্ষা জীবন শুরু করবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে, আর একটি শিশু মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন শুরু করবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে।

যে জীবনটা দায়িত্বহীন আনন্দের, নির্ভার নির্মল, শংকাহীন, সেই জীবনে শিক্ষা শুরু করতে যেয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে। যুদ্ধ তো বিভীষিকা। বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের উপন্যাসের নাম 'যুদ্ধ ও শান্তি'। অর্থাৎ যুদ্ধ নয় শান্তি চান টলস্টয়। টলস্টয়ের একটি গল্পের নাম 'শিশু ও বড়দের চেয়ে জ্ঞানী হতে পারে।' কিন্তু আমাদের শিশুরা যদি জীবনের প্রত্যূষে যুদ্ধের বিভীষিকা এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার শিকার হয়, তাহলে তারা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করবে? মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষিত হওয়া একজন মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চূড়ান্ত-পর্যায়ে একজন মানুষকে হতে হবে সংস্কৃতিবান। তা হতে হলে হঠাৎ করে হওয়া যায় না। শিশুকাল থেকে তা শুরু করতে হয় শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে। সাংস্কৃতিক মাধুর্য শিশুর শিরায় প্রবেশ করাতে হলে তার জন্য দরকার সুস্থতা, স্বাভাবিকতা। শিশু যদি অসুস্থ প্রতিযোগিতার শিকার হয়, তাহলে সে সুশিক্ষিত হবে না, সংস্কৃতিবান হবে না।

অসুস্থ, অস্বাভাবিক, স্বার্থপর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে কোন শিশু সুশিক্ষিত হবে, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তথাকথিত 'ভালো' স্কুলে মাত্র একটি আসনের জন্য ১৩ জন শিশু প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, এটাকে যুদ্ধই বলা চলে।

ভালো স্কুল বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। একটি দেশে ১৪ কোটি মানুষের বাস। সেই দেশে সামান্য কয়েকটি স্কুলকে ভালো বলে চিহ্নিত করা হবে কেন। সরকার জনগণের ঘাড় ভেঙ্গে যে টাকা সংগ্রহ করে, তাই দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিয়ে থাকে, তাহলে ভালো বা মন্দ স্কুল থাকবে কেন দেশে?

দেশ একটি, ভাষা একটি, জনগোষ্ঠী একটি, সরকার একটি অথচ স্কুল হবে দুই রকম, ভালো স্কুল ও মন্দ স্কুল; এটাতো জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যজনক।

যাকে ভালো স্কুল বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার সংখ্যা সীমিত থাকবে কেনো? শুধু মাত্র রাজধানীতেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? বিশ্বের সভ্য দেশগুলোতে এমন নজির কি আছে যে সেখানে ভালো ও মন্দ নামে আলাদা আলাদা স্কুল আছে? ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীরে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে যেয়ে সেখানকার অভিন্ন শিক্ষাকাঠামো দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। সেখানকার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যে শিক্ষালয় গড়ে তোলা হয়েছিল তার কোন ভালো-মন্দ বৈষম্য ছিল না, থাকলে রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করতেন। সেখানে শিক্ষাকে সমানতালে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠিতে বলার চেষ্টা করেছেন : পৃথিবীর সব জায়গায় দেখেছি, একজন আরেকজনকে পেছনে ফেলে দৌড় দেয়, একমাত্র এখানেই দেখি সবাই একই সঙ্গে একই তালে দৌড়াচ্ছে।

আজ যদি স্কুল, কলেজ অভিন্ন হতো, কাঠামো, নিয়ম, দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন হতো, সরকারের তরফের কঠোর মনিটরিং থাকতো, গ্রামের স্কুলের সঙ্গে রাজধানীর স্কুলের বৈষম্য না থাকতো, এমন ভর্তিযুদ্ধ হতো না। আমাদের সব সরকারই শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর্শভিত্তিক, নিয়মভিত্তিক দৃষ্টিতে অনুদান না দিয়ে দায়ে পড়ে আন্দোলনের ভয়ে অনুদান দিচ্ছে। এজন্যই শিক্ষাক্ষেত্রের নৈরাজ্য দূর হচ্ছে না। তবুও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা পরিষদ থেকে রাজনৈতিক মোড়লদের সরিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন।

ভর্তিযুদ্ধও একটা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সমস্যা। যে শিশু এই উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবে, সে হবে উচ্চমন্য-অহংকারী, আর যারা পরাজিত হবে, তারা হবে হীনমন্য-হতাশাগ্রস্ত। এর উভয় দিকের কুপ্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হবেই হবে। একেবারে গোড়া থেকে এই ভর্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। এই সমস্যা দূর করতে হলে অভিন্ন শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে। গণমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের শিশু সন্তানের হাতের নাগালে ভালো স্কুল নিয়ে যেতে হবে, তাহলেই ভর্তি যুদ্ধের অসুস্থতা নিরসন হবে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট]